তারিখ .... 08 NOV 2017
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

কালের কণ্ঠ

রাশেদা কে চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান

দক্ষ শিক্ষক তৈরিতে 'প্রাক-নিয়োগ প্রশিক্ষণের' বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ ছাড়াই পাঠদান শুরু করেন। ফলে তাঁদের মধ্যে পাঠদান সংক্রান্ত একটা নিজস্ব ধ্যানধারণা তৈরি হয়ে যায়। পরে প্রশিক্ষণ পেলেও সেই ধ্যানধারণা থেকে তাঁরা বের হতে পারেন না। আবার চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস ট্রেনিং) পেলেও তাতে দুর্বলতা থেকে যায়। এ জন্য বরাবরই আমরা 'প্রাক-নিয়োগ প্রশিক্ষণের' দাবি জানিয়ে আসছি। এই নিয়ম অন্যান্য দেশেও চালু আছে, যাতে পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে এর বিকল্প নেই।

সম্প্রতি কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এসব কথা বলেন।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জনের বড় জায়গা হলো মোটামুটি প্রায় সব শিশুকে আমরা স্কুলে আনতে পেরেছি। কিন্তু এটা মানে শুধু খাতায় নাম লেখানো। কিন্তু অনেক শিশু ঝরে পড়ছে। একটা গোষ্ঠীকে এখনো আমরা স্কুলে পাচ্ছি না। এরা প্রধানত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী। যারা চর-হাওর-বাওর, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অথবা প্রান্তিক এলাকার মানুষ। স্কুলে না আসা শিশুদের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের একটি বড় অংশ আছে।' প্রতিবন্ধীর সংখ্যা নির্ণয়ে গ্রহণযোগ্য কোনো পরিসংখ্যান নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থাকে এখনো দয়া-দাক্ষিণ্য (চ্যারিটি) হিসেবে দেখা হয়। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে না রেখে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা উচিত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক এই উপদেষ্টা বলেন, সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে এখন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই ২০ থেকে ২২ শতাংশ শিশু ঝরে যায়। মূলত হতদরিদ্র ও প্রান্তিক এলাকার শিশুরাই ঝরে যাচ্ছে। ১৫০ জন শিশু হলে একটি স্কুল স্থাপন করে সরকার। কিন্তু পার্বত্য এলাকার একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাথমিকে গমনোপযোগী ১৫০ জন শিশু জোগাড় করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষা না পাওয়াও তাদের ঝরে পড়ার একটি বড় কারণ। চলতি বছর থেকে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষায় প্রাক-প্রাথমিকের বই বিনা মূল্যে

▶▶ বিশেষ পৃষ্ঠা ৩ ক. ৪

দক্ষ শিক্ষক

▶▶ বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিতরণ করা হলেও প্রশিক্ষণ না থাকায় এখনো ঝরে পড়া কমেনি। তিনি আরো বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশের শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে অন্যতম। তাই স্কুল ফিডিং শিশুদের পুষ্টিমান বাড়াতেও সহায়ক হবে। একই সঙ্গে ঝরে পড়ার হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। শিশুরা যদি ভরাপেটে থাকে, হাসিখুশি থাকে তাহলে কিন্তু শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি জ্ঞানের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হবে।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'আগে অনেকেই অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে শিক্ষকতায় আসতেন। কিন্তু এখন অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। তবে বেতন-ভাতার অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষকদের এখন কোচিং করাতে হয়, প্রাইভেট পড়াতে হয়। কিছু শিক্ষক আছেন যাঁদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব আছে। যাঁরা হয়তো শিক্ষাটাকে পণ্য হিসেবেই ধরেন। শিক্ষক নিয়োগে আগের চেয়ে দুর্নীতি অনেক কমে এসেছে। মন্ত্রণালয় তাদের পেশাদারির পরিচয় দিচ্ছে। তবে মনিটরিংয়ে আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে।' তিনি বলেন, 'চাকরির প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজস্ব ক্যাডার সার্ভিস থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষায় নেই। সেটা থাকলে শিক্ষকরা অনেক ওপরে উঠতে পারতেন। আরো বেশি মেধাবীরা এই পেশায় আসতেন। আমরা শিক্ষকদের মুখে মুখে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিব, আর সচিবালয়ের নিম্নতর কর্মচারীদের সঙ্গে রাখব, সেটা তো ঠিক নয়। একই সঙ্গে শিক্ষকদের আত্মমূল্যায়নটাও জরুরি।'

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'সদ্য জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়গুলোর বেশির ভাগের পারফরম্যান্স নিচের দিকে। তাদের মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। এখন উত্তরণের জন্য এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এসব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষকরা অবসরে গেলে সেখানে পেশাদার ও দক্ষ শিক্ষক পাঠাতে হবে।' মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসছেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শিক্ষিত নারী আছে—উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর সময় এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতের ব্যাপারে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতিকে পাশ কাটিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করতে পারলাম না। এটা দুঃখজনক। কিন্তু শিক্ষানীতি তো ২০১০ সালে প্রণয়ন হয়েছে। সেই সময় থেকে যদি হাঁটা শুরু করতাম তাহলে গন্তব্যে পৌঁছে যেতাম। এ জন্য একটা সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দরকার।'

সবশেষে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অসম্ভবভাবে কেন্দ্রীভূত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রতিটাই কেন্দ্রীভূত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কিন্তু বিকেন্দ্রীকৃত। আমাদের স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আরো জোরালো করতে হবে। কারণ, ঢাকায় বসে কে স্কুলে এলো, কে এলো না তা জানা সম্ভব নয়। তবে মানবসম্পদে বিশেষ করে শিক্ষায় বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে।'